রং বেরং
শৈলজানন্দের
রচনা ও পরিচালনা

শ্রীপঞ্চদীপা লিমিটেডের প্রথম নিবেদন

রং-বেরং

রচনা ও পরিচালনা করেছেন—**শৈলজানন্দ**

পরিচালককে সাহায্য করেছেন—মোহিনী চৌধুরী, মুরলীধর বসু,
অশোক সরকার, গঙ্গা ঘোষাল

সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন—শৈলেশ দত্তগুপ্ত

সাহায্য করেছেন—কমল মিত্র

ছবি তুলেছেন—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহায্য করেছেন—হরেন বোস, শৈলেন বিশ্বাস

শব্দ ধরেছেন—জে, ডি, ইরানী   সাহায্য করেছেন—সন্তু বোস্

লেবরেটারীর কাজ করেছেন—ধীরেন দাশ গুপ্ত

সাহায্য করেছেন—শম্ভু সাহা, মজু, সামান্ত রায়, অমূল্য দাস, ননী চ্যাটার্জী

গান লিখেছেন—মোহিনী চৌধুরী   নাচ শিখিয়েছেন—পিনাকী

ঘর-বাড়ী তৈরি করেছেন—বিজয় বোস্

রূপসজ্জা করেছেন—শৈলেন গাঙ্গুলী   সহকারী—নিতাই

দেখাশোনা করেছেন—লালমোহন রায়

সাহায্য করেছেন—শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, নিতাই সরকার

সম্পাদনা করেছেন—অজিত দাস   সাহায্য করেছেন—নির্মলানন্দ মুখোপাধ্যায়

অভিনয় করেছেন

মলিনা, সিপ্রা, রেণুকা, বেলা, লীলাবতী, পাহাড়ী, নীতীশ, ফণী রায়, নবদ্বীপ, ইন্দু মুখার্জী, সন্তোষ দাস, কালী গুহ, পাঁচকড়ি, ভবানী ভট্টাচার্য্য, ফণী মতিলাল, বন্দে, বটু গাংগুলী, অশোক, আদল, বাদল, বিনয়, পুলিন, রাজকুমার, প্রফুল্ল, কালী চক্রবর্ত্তী, অনিল বসু, নকুল, শৈলেন, অশ্বিনী, সুরেন, হরকান্ত, অনাদি, সুশীল, বেলা, কমলা, অনিমা, সুধা, পুতুল, বাসন্তী, জ্যোৎস্না, হেনা, গৌরী, ছায়া, গঙ্গা, আশা, ঊষা, গোপাল, প্রলয়, দেবদাস ইত্যাদি।

পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্ঃ ৭৬,৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

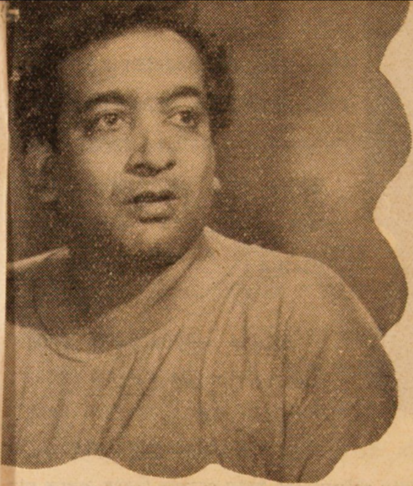

রং-বেরং

কাহিনী

মহারাজা বিক্রমজিৎ!

মহারাজার না আছে রাজত্ব, না আছে রাজ-প্রাসাদ, তবু যে তিনি কেমন করে মহারাজা হলেন তার সে বিচিত্র ইতিহাস পরে জানলেও চলবে, এখন এইটুকু মাত্র জেনে রাখুন,—তাঁর বাড়ীর উঠোনে কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে একটি তলোয়ার বেরিয়েছিল! তলোয়ারটি যে-সে তলোয়ার নয়, খাঁটি রূপো দিয়ে তৈরি।

বাড়ীর উঠোনে বেরুলো তলোয়ার, যে-গ্রামে তিনি বাস করেন, সে গ্রামের নাম রাজগড়, তার ওপর তাঁর নিজের নাম—বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়।

এতগুলো মিল যখন একই সঙ্গে মিলে গেল, তখন বিক্রমের দৃঢ় ধারণা হ'লো—তাঁর পূর্ব্ব পুরুষ নিশ্চয়ই ছিলেন হয়ত কোনও রাজা নয়তো মহারাজা। এবং সেই কথা ভেবে ভেবে তাঁর মাথাটা গেল খারাপ হয়ে।

সংসারে তাঁর থাকবার মধ্যে ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়ের নাম মণি আর ছেলের নাম মাণিক। কিন্তু এখন সব গেল বদ্‌লে। মেয়ে হ'লো মহারাজ-কুমারী মণিমালা, আর ছেলে হ'লো মহারাজ-কুমার মাণিক্য বাহাদুর।

সমস্যা দেখা দিল মেয়ের বিয়ে নিয়ে। মহারাজা বিক্রমজিতের কন্যা—বিয়ে তার যেখানে-সেখানে দেওয়া চলে না। পাত্রটি মহারাজা না হোক্, রাজা হ'লেই যেন ভাল হয়।

কিন্তু রাজা মহারাজা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাছাকাছি যে ক'জন ছিলেন, বিক্রমজিৎ নিজেই গেলেন তাঁদের কাছে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। ফল কি হ'লো বুঝতেই পারছেন।

এদিকে মহারাজ-কুমারী মণিমালার বয়স দিন দিন বেড়েই চললো।

শেষে একদিন সংবাদ পাওয়া গেল, জমিদার বন্দে-বাহাদুরের পত্নীবিয়োগ ঘটেছে এবং তিনি পুনরায় বিবাহ করতে চান।

বন্দে-বাহাদুর অবশ্য রাজাও ন'ন, মহারাজাও ন'ন—ছোটখাটো জমিদার। কিন্তু নাম-ডাক খুব।

সবাই বলে সে যেমন মাতাল, তেমনি বজ্জাত।

মহারাজা বিক্রমজিৎ নিজে গেলেন তার কাছে মহারাজ-কুমারী মণিমালার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। বন্দে-বাহাদুর সম্মত হলেন।

এত বড় একটা লোকের সঙ্গে মণিমালার বিবাহ। বিক্রমজিতের বিষয়-সম্পত্তি বলতে যৎসামান্য যা-কিছু ছিল বিক্রি করে' করলেন বিবাহের আয়োজন। তাঁর সেই জরাজীর্ণ গৃহের প্রাঙ্গনে হ'লো মহোৎসবের সমারোহ! এবং সেই আনন্দ কলরব-মুখরিত বিবাহ-বাসরে অকস্মাৎ ঘটে গেল এক অভাবিত দুর্ঘটনা—যার জন্যে কেউ-ই প্রস্তুত ছিল না এবং তারই সূত্র ধরে গল্পের মোড় গেল অন্যদিকে ফিরে।

তারপর বহু-বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে বয়ে চললো এই জীবন-নাট্যের অবারিত স্রোত। কত অভিনব চরিত্রের হ'লো অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ, কত মুখে ফুটলো হাসি, কত চোখে এলো জল! নিতান্ত সহজ সরল সত্যাশ্রয়ী এক উন্মাদ দেখলে বিগত দিনের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন, আবার ঐশ্বর্য্য মদমত্ত দুশ্চরিত্র বন্দে-বাহাদুর তাকেই করলে নিষ্ঠুর পরিহাস, একটি নারীর জীবন নিয়ে খেললে ছিনিমিনি খেলা! ওদিকে প্রেমের ব্যর্থতায় আর-একটি নারী হ'লো মহিমায় মহিয়সী! আর সবার উপরে অবিচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে বাঁধা দুটি ভাই আর বোন—মণি আর মাণিক—নাটকীয় প্রতিঘাত-জর্জর দুটি বিচিত্র চরিত্র—নিজেদের ললাট-রক্তে লিখে দিয়ে গেল এই জীবন-নাট্যের পরমাশ্চর্য্য পরিণতি!

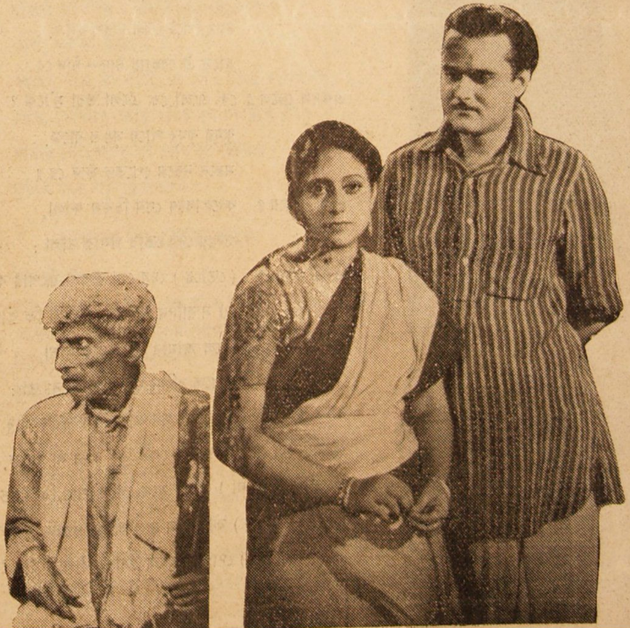

গান

রংবেরং ! রংবেরং !! রংবেরং !!!

রংবেরং-এর মেলবো ডানা আমরা প্রজাপতির দল।
পঞ্চদীপার আলোর ছটায় ঝলমল্-ঝলমল্-ঝলমল্-ঝলমল্ ॥
আমরা রংয়ের ফুলঝুরি কেউ লালপরী কেউ নীলপরী,
এই দুনিয়ার রঙমহলে রংবেরংয়ের রূপ ধরি ;
(করি) একঝলকে মন রাঙায়ে একপলকে রংবদল ॥
রংবেরংয়ের পুতুল নাচে এই জীবনের নাচঘরে !
কেউ-বা মাতাল, কেউ-বা পাগল, কেউ-বা রাজার সাজ পরে।
কোনটি আসল যায় না চেনা, সব ঝুটা হ্যায়, সব নকল ॥
কান্নাহাসির ঢেউ তুলে যায় রংবেরংয়ের দিনগুলি,
আজকে যে-জন বাসছে ভালো কাল দেখি সে যায় ভুলি' !
হায় রে জীবন দুলছে যেমন পদ্মপাতায় একটু জল ॥

ঝুমুর নাচের গান

একদল মেয়ে : কে এলো কে এলো হাতে বাঁশি ?
দারু পিয়ে পেল দারুণ হাসি,
হাসে ঐ বেহায়া চাঁদ—চাঁদ রে !
একদল ছেলে : কে এলো কে এলো ভরা সাঁঝে ?
ঝুমুর ঝুমুর পায়ে ঘুঙুর বাজে,
নয়নে নয়নে পেতেছ ফাঁদ রে ॥
একটি মেয়ে : কালোবরণ যেন চিকন কালা,
গলায় দেব তোর পলার মালা ;
একটি ছেলে : (তোরে) দেব লো রূপসী রূপোর বালা।
(আমি) সারাদিন উপোসী, রাঁধবি কি রাঁধ রে ॥
মেয়েটি : টলে আমার পা, ঘুরছে মাথা
রাঁধতে বলিস্ যদি-পারবো না তা ;
নাচবো এখন আমি, তুই ব'সে কাঁদ্ রে ॥
ছেলেটি : (আহা) রাগিস্ কেন তুই আয় না কাছে,
মেয়েটি : (না না) বাঘের মুখে গেলে প্রাণ কি বাঁচে ?
ছেলেটি : (তুই) করিস্ নে ভুল আমি এনেছি ফুল,
(এই) দোপাটি ফুলে তোর খোঁপাটি বাঁধ রে ॥

সই-এর গান

রেণু : দুটি পাখী বাঁধলো বাসা আনন্দে
আর কেন তুই একলা থাকিস্ বল্।
হায় চাতকী মিটবে যাতে পিয়াসা
এই কূয়োতে নেই সে মিঠে জল।
আর কেন তুই একলা থাকিস্ বল্ ॥
মণিমালা : একলা থাকি, আমার খুশি।
রেণু : আহা, একটী মানুষ জাগছে সারা রাত গো,
হেথা তোরও গলায় নামছে না যে ভাত গো ;
মন যে করে উড়ু-উড়ু দুইজনের,
দূরে থাকা দুজনারি' ছল ॥
মণি : যাঃ, ভারী ফাজিল তুই।
রেণু : আমি তো ভাই নই যোগিনী যৌবনে,
দেহে মনে দেউলিয়া নই তোর মতো ;
মনের সুখে বুড়ো বরের ঘর করি,
চাওয়া পাওয়ার খুঁতখুঁতুনি নেই অতো।
মণি : ঈশ, খুব যে বড়াই।
রেণু : আহা, আয় না কাছে দে দেখি তোর হাত দেখি,
দেখি, এইবারে তোর শনির দশা কাটবে কী ;
স্বামীর সোহাগ জুটবে বোধ হয় এইবার।
ফুটবে মমে আশার শতদল ॥

রাখাল ছেলের গান

লগ্ন ব'য়ে যায়—
যায়-যায়-যায় রে কন্যা লগ্ন ব'য়ে যায়।
যায় রাজরাণী আজ কাঙ্গালিনী-পাগলিনীর প্রায় ॥
সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা, সরল মনের জোরে।
দূরের মানুষ রয় না জীবন-ভ'রে ;
হায় মনের কোণায় ধ'রলে ফাটল জোড় লাগানো দায় ॥
কপালে তোর লাগলো আগুন, ঢালবি কোথায় জল ?
চোখের জলে নিভবে না তোর মনের তুষানল।
তুই হাওয়ার পিছে ছুটলি মিছে পাওয়ার দুরাশায় ॥
হায় অভাগী কাহার লাগি ভাঙলি আপন ঘর ?
সব চেয়ে যে আপন ছিল সেই হোল আজ পর।
তোর একুল-ওকুল দুকুল গেল, করবি কী উপায় ?

প্রাইমা ফিল্মসের
পরিবেশনে

শ্রীমতী পিকচার্সের
নিবেদন

ভূমিকায়
কানন দেবী
অনুভা, রেবা, রুণু, বিজলী
পূর্ণেন্দু, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত
বিমান, হরিধন, ভুজঙ্গ
কাহিনী
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী
উমাপতি শীল

অনন্যা

সুনন্দা দেবী
অভিনীত
নীরেন লাহিড়ী
পরিচালিত
ভূমিকায় ছবি, জহর, অলকা
রবীন মজুমদার, অসীমকুমার
কাহিনী: নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ
সুরশিল্পী: রবীন চট্টোপাধ্যায়

এস. বি
প্রোডাকসন্সের

সিংহদ্বার

সিনে প্রোডিউসার্সের

মায়ের ডাক

ভূমিকায়
অনুভা, উমা
গায়ত্রী, নীলিমা
কানু, মনোরঞ্জন
মঙ্গল, ফণী রায়
ডাঃ হরেন কুমার
প্রভৃতি

কাহিনী
চাঁদমোহন চক্রবর্তী
সংলাপ
মণিলাল বন্দ্যো
পরিচালনা
সুকুমার মুখার্জী

ভ্যানগার্ড
প্রোডাকসন্সের

?

পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী
কাহিনী: প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত। [মূল্য ৵০ আনা